জীবননগরে স্ত্রী হত্যা মামলার পলাতক আসামি স্বামী গ্রেফতার

জীবননগরে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঈশ্বরদী রেলস্টেশন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত আব্দুস সালাম জীবননগর উপজেলার শিংনগর গ্রামের মৃত সফর সরদারদের ছেলে।
জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ওসি সাইফুল ইসলামের নির্দেশে এস আই আমির হোসেন, এস আই আনিস, এ এস আই ইমামুল ও এ এস আই আহসান হাবিব ঈশ্বরদী রেলস্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে স্ত্রী তানজিলা খাতুন হত্যা মামলার পলাতক আসামি স্বামী আব্দুস সালামকে গ্রেফতার করা হয়।
এর আগে, গত বুধবার সন্ধ্যায় জীবননগর উপজেলার উথলী কোমরপাড়া মাঠের আখক্ষেত থেকে গৃহবধু তানজিলা খাতুনের ক্ষত-বিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে জীবননগর থানা পুলিশ। ওই ঘটনার রাতেই নিহতের ভাই রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে জীবননগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি পেলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর

জাতিসংঘ-আফ্রিকা ইউনিয়নের হাইব্রিড মিশন দারফুর, সুদানে শান্তিরক্ষায় কঠোর পরিশ্রম আর অসাধারণ কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রশংসা সনদ পেলেন বাংলাদেশ ফর্মড পুলিশ ইউনিটের এডমিন অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর-ই-আলম সিদ্দিকী।
উনামিড মিশনে নিযুক্ত শান্তিরক্ষা মিশনের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার ড. সুলতান আজম তিমুরি গতকাল (২৫ ফেব্রুয়ারি) দারফুর এলফাশের লগবেইজড সুপারক্যাম্পে তার নিজস্ব কার্যালয়ে এই সনদ

প্রদান করেন।
তপ্ত মরুভূমির বৈরি পরিবেশে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নূর-ই-আলম সিদ্দিকী সর্ব্বৃহত নিয়ালা সুপার ক্যাম্প, আল ফেশার ক্যাম্প, কুটুম ক্যাম্প এর নিরাপত্তা দক্ষতার সাথে প্রদান করেন।
যথাযথ সিকিউরিটি প্রটোকল মেনে দুই দুই বার রিলোকেশনের চ্যালেঞ্জ স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করে নির্ভরতার পরিচয় দেন এডমিন এন্ড ডিউটি অফিসার নূর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক এই শিক্ষার্থীর স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে পরিচালিত”ওহপড়সব এবহবৎধঃরহম অপঃরারঃরবং”, “সম্পদ ব্যবস্থাপনা” ধারণা উনামিড লিডারশীপ কতৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে বলে জানান বাংলাদেশ এফপিইউ এর কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবদুল হালিম। তার পরিকল্পনায় এবং ভিন্ন ভাষায় সাবলীল উপস্থাপনায় মঞ্চায়িত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভীনদেশীদের মাঝে বাংলা সংস্কৃতি প্রচারে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে বলে পুলিশ সুপার হালিম জানান।
‘প্রশংসা সনদ’ প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর জানান, ‘চেষ্টা করেছি মিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাজে বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ইমেজ তৈরি করে শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সাক্ষী হতে। দীর্ঘ ২১ মাসের নিরলস পরিশ্রম, পেশাদারীত্ব আর দায়ীত্ববোধের অর্জিত শিক্ষা বয়ে নিয়ে যেতে চাই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে। আজকের এই সনদ আর জাতিসংঘের শান্তি পদক প্রাপ্তি প্রেরণা জোগাবে বাংলাদেশ পুলিশের অগ্রযাত্রায় শামীল হতে।”
উল্লেখ্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর-ই-আলম সিদ্দিকী মিশনে গমনের পূর্বে কুষ্টিয়া ভেড়ামারা সার্কেলে কর্মকালীন বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উন্মোচন করে কুষ্টিয়াবাসীর কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

দামুড়হুদার কাদিপুরে

সাহাবুদ্দীন হাসুয়ার কোপে রক্তাত জখম: থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের আব্দুল্লার হাসুয়ার কোপে কাদিপুর গ্রামের সহাবুউদ্দীন রক্তাত জখম হওয়ার ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় অভিযোগ হয়েছে।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায় দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গ্রামের মৃত ফেলু মালিতার ছেলে সাহাবদ্দীন বেনাগাড়ি মাঠে প্লাস্টিকের পাইপের মাধ্যমে ধান ক্ষেতে পানি নিচ্ছেলো।
এ সময় গোবিন্দপুর গ্রামের দুলুর ছেলে আব্দুল্লার জমির উপর দিয়ে পাইপ যাওয়ায় রাগান্বিত হয়ে সাহাবুদ্দীনকে গালিগালাজ করতে থাকেন। পরে সাহাবুদ্দীন গালিগালাজ করতে নিষেধ করলে আব্দুল্লা দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে সাহাবুদ্দীনের মাথায় কোপ মারলে রক্তাত জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার ডাক চিৎকারে মাঠের লোকজন তাকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন তার মাথায় মারাত্মক আঘাত হয়েছে, সেলাই দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রাখেন। পরে দামুড়হুদা মডেল থানায় আহত সাহাবুদ্দীনের ছেলে ঠান্ডু বাদী হয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে আহতের অবস্থা খারাপ হলে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন বলে আহতের পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে।
দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল খালেক জানান সাহাবুদ্দীন নামের এক জনকে কোপ মেরে আহতের ঘটনায় তার ছেলে ঠান্ডু বাদী হয়ে আব্দুল্লার নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

আলমডাঙ্গায় একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মারামারির ঘটনায় পৃথক

দুটি থানায় অভিযোগ

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আলমডাঙ্গার বাবুপাড়ার কাউসুল কাউনাইনকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার বিকাল ৬ টার দিকে বাবুপাড়ার বিটেম মাঠ প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় আফজাল হোসেনকে বাদী করে অজ্ঞাত ৬/৭ জনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকা বাবুপাড়ার ইফতেখারুলের ছেলে কাউসুল কাউনাইনের সাথে একই এলাকার কোর্টপাড়ার সিরাজুল ইসলাম তুফানের ছেলে আফজাল হোসেনের সাথে দীর্ঘদিন পূর্ব শত্রুতা চলে আসছিলো।
এর ঘটনায় গতকাল বুধবার বিকেল ৬ টার দিকে কাউসুল কাউনাইন আলমডাঙ্গার বিটিম মাঠ প্রাঙ্গণে গেলে তাদের লক্ষ করে আফজালসহ অজ্ঞাত কয়েকজন ব্যক্তি তাদের উপরে ইট নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় কাউসুল কাউনাইন ও তার খালাতো ভাই আবির মাহবুব গুরুত্বর আহত হয়। তারা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করে।
এদিকে, গত সোমবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে আফজাল হোসেন একই এলাকার সুমনকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে। সুমন তার জীবন রক্ষার্থে দৌড়ে পালিয়ে যায়। আফজালের এ অপরাধ প্রবণতার কারণে সুমন ও কাউসুল কাউনাইন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করে।

দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ গোপন আটক

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদক বিরোধী সফল অভিযানে ১৫ পিচ ইয়াবা সহ গোপন আটক হয়েছে।
জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই তৌহিদুর রহমান শেখসহ সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স দামুড়হুদা খাঁপাড়ার হাশেম খাঁ’র ছেলে মাদকব্যবসায়ী আকিফুজ্জামান ওরফে গোপন (৩৫) কে তার বসত বাড়ির শয়ন কক্ষ থেকে ১৫পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক করা হয়।
এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন -আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য

আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। আসামির বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার, আটক-২

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহে নিখোঁজ হওয়ার ২৮ দিন পরে পুকুর থেকে মমতাজ বেগম (৫৫) নামের এক নারীর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার বিকালের দিকে মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের দক্ষিণ কাটদহ এলাকার একটি পুকুর থেকে এ মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মমতাজ বেগম ওই এলাকার মৃত ফজল বিশ্বাসের স্ত্রী। এ ঘটনায় হত্যার দায়ে মমতাজ বেগমের ছেলে মুন্না (২৮) ও দক্ষিণকাটদহ এলাকার ইয়াসিনের ছেলে রাব্বিকে আটক করে পুলিশ।
পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ এসে পুকুর থেকে বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম সান্টু জানান, তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং স্বামী ফজল বিশ্বাসের মৃত্যুর পরে ছোট ছেলে মুন্নাকে নিয়ে বসবাস করতেন মমতাজ বেগম। ২৮ দিন ধরে মুন্নার মা মমতাজ বেগম নিখোঁজ ছিলেন।
কুষ্টিয়া গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, হত্যার কারণ সম্পর্কে এখনো তেমন কিছু জানা যায়নি, পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

জীবননগরে বিট পুলিশিং মতবিনিময় সভা

জীবননগর পৌর সভার লক্ষীপুর ব্রীজ মোড়ে বিট পুলিশিং মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মুন্সী আঃ সামাদের সভােপিতত্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাদক মুক্ত সমাজ গঠন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষায়ক বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল আবু রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ওসি(তদন্ত) ফৈরদৌস ওয়াহিদ, ওসি অপারেশন সুখেন্দু, জীবননগর পৌর সভার ৫নং ওয়ার্ডের নব-নির্বাচিত কমিশনার জামাল হোসেন খোকনসহ আওয়ামী লীগ নেতা লিটন খান, আঃ কুদ্দুস, যুবলীগ নেতা ছমির খান, কামরুল, ছাত্রলীগ নেতা সুজন, লাভলুসহ এলাকার দুই শতাধীক নারী পুরুষ।
উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এস আই নাসিরুল আলম।

শৈলকুপায় পুলিশের ‘ওপেন হাউজ ডে’ অনুষ্ঠিত

“মুজিববর্ষের শ্লোগান, পুলিশ হবে জনতার“-এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বুধবার সকাল ১১টায় ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানা চত্বরে এক ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মুনতাসিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৈলকুপা সার্কেল মো: আরিফুল ইসলাম, শৈলকুপা থানা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান,

পৌরমেয়র কাজী আশরাফুল আজম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবেদ আলী, নায়েব আলী জোয়ার্দার, সাব্দার হোসেন মোল্লা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসপি মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করা হয়েছে। সন্ত্রাস ও মাদকের সাথে আমাদের কোন আপোষ নেই। সে যে দলেরই হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। মাদকের সাথে পুলিশের কোনো সদস্য যদি জড়িত থাকে তাহলে তাকেও আইনের আওতায় আনা হবে। আপনারা সবাই সচেতন হোন।

সন্ত্রাস ও মাদকের এই ভয়াল ছোবল থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে হবে। মাদক ব্যবসায়ীদের ঘুমাতে দেওয়া হবে না। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

আমরা কাউকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করতে দিব না এবং আমার কোনো পুলিশ সদস্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না। আমি শৈলকুপা থানা থেকে মাদক নির্মূল এর কার্যক্রম শুরু করতে চাই। আমাদের উপর আস্থা রাখুন। আমাদের দায়িত্ব এই সোনার বাংলার মানুষকে সোনার মানুষ হিসেবে তৈরি করা।

ওপেন হাউজ ডে’র অনুষ্ঠানে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে পুলিশ ও জনগণের ভূমিকা, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, ট্রাফিক সচেতনতা ও মাদক বিরোধী আলোচনা করা হয়। সেই সাথে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে যেকোন সংবাদ পুলিশকে জানিয়ে সহযোগিতার আহবান জানানো হয়।

এছাড়াও সমাজের অপরাধ দমনে পুলিশের পাশাপাশি জনগণের কি রকম ভূমিকা নেয়া উচিত সে সম্পর্কে মতামত শোনা হয়। এসময় অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণসহ প্রায় ৫০০ শতাধীক লোক উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু, কাউন্সিলর মুসা খাঁন, চাঁদ আলী মেম্বর, শহিদুল ইসলাম, শেখ সাদী, জাকির হোসেন, আফরোজা নাসরিন লিপি, মুক্তার আহমেদ মৃধা, আব্দুল আওয়াল, শামিম হোসেন, আমিরুল ইসলাম, গোলাম সরোয়ার প্রমুখ।

ঝিনাইদহে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে কারিগরি দক্ষতা ও সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার

ঝিনাইদহে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে কারিগরি দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে সদর উপজেলা মিলনায়তনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় ১০ দিন ব্যাপী শুরু হওয়া এ সেমিনারের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এম এ আরিফ সরকার, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকুসহ অন্যান্যরা।

সেমিনারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ফরিদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আইসিটি বিভাগের ৩০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

পুলিশকে টহল গাড়ি হস্তান্তর করলো ঝিনাইদহ হাটগোপালপুরের ব্যবসায়ীরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্প এলাকায় নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ টহলগাড়ি হস্তান্তর করেছে।

গত মঙ্গলবার বিকালে হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলামের কাছে গাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন ব্যবসায়ীবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার, সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পদ্মাকর ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ নিজামুল গণি লিটু, সাবেক চেয়ারম্যান বিকাশ বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সদস্য ইমাজুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আটো রাইস মিলের মালিক তপন কুন্ডু, গোপাল কুন্ডু, আজাদ আমিন, জাহাঙ্গির হোসেন, মনির মন্ডল, লাভলু মিয়া, বাজার দোকান মালিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাসিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ডা. এস এ জি মিল্টন, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ও এস এ টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদসহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই জাহিদুল ইসলাম।

এ সময় প্রধান অতিথি পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে সার্বক্ষণিক টহল গাড়ি কাজ করবে।